গাংনীতে হেরোইন ও ইয়াবাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

৩ গ্রাম হেরোইন ও ৩০ পিচ ইয়াবাসহ আমেনা খাতুন (২৮) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আটক আমেনা খাতুন গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার মতিয়ার রহমানের স্ত্রী।

এই মামলায় তার স্বামী মতিয়ার রহমান পলাতক রয়েছে। আমেনা খাতুনের কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন ও ৩০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, আটক আমেনা খাতুন ও তার স্বামী মতিয়ার রহমান বাড়িতে মাদক জড়ো করে বিক্রি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন খবরের ভিত্তিত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) মিলন কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ওই বাড়িতে অভিযান চালান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মতিয়ার রহমান পালিয়ে যায়। হেরোইন ও ইয়াবাসহ আটক হন স্ত্রী আমেনা খাতুন।

হেরোইন ও ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় আমেনা খাতুন ও মতিয়ার রহমানের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। আটক আমেনা খাতুনকে আজ সোমবার (১২ জুন) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুৃর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অটোবাইক চালক হত্যাকান্ডের ২ আসামি আটক;

অটোবাইক ও মোবাইল উদ্ধার

মেহেরপুর শহরে আবাসিক হোটেল এজাজে চাঞ্চল্যকর অটোবাইক চালক আব্দুর রহমান হত্যা মামলার আসামি সন্দেহে ২ জনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটকরা হলো ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার বুদরাজপুর গ্রামের দিনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখ।

আজ সোমবার (১২ জুন) ভোররাতের দিকে ঝিনাইদহ উপজেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর থেকে রাজু শেখ ও কানারাইল গ্রাম থেকে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনের নেতৃত্বে ডিবি’র ওসি সাইফুল ইসলাম, এসআই কেএম রেজাউল আশরাফ আলীসহ পুলিশ এবং ডিবির সদস্যরা এই অভিযানে অংশ নেন।

ডিবি’র ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আজ ভোরের দিকে কালিগঞ্জ উপজেলার বুদরাজপুর গ্রামের দিনুবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে পল্লব কুমার বিশ্বাসের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় পল্লব বিশ্বাসকে আটক করার পর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রাজু শেখের শ্বশুরবাড়ি কানারাইল গ্রাম থেকে রাজু শেখকে আটক করা হয়। পরে তাদের স্বীকারোক্তী মোতাবেক সেখান থেকে নিহত আব্দুর রহমানের অটোবাইক ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ। অটোবাইক ছিনতাই উদ্দেশ্যে মূলত আব্দুর রহমানকে খুন করা হয় বলে জানা গেছে।

ওসি সাইফুল ইসলাম আরও জানান, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ছিনতাইকারীদের মোবাইল ট্রাকিং করে আব্দুর রহমান হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। হত্যার সঙ্গে জড়িত অপর আসামিদের দ্রুত আটক করা হবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গতকাল রবিবার বিকালে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় এজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান
(৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

মেহেরপুরে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার রাসেল আহমেদ

মেহেরপুর বড় বাজারে মেহেরপুর বীজ ভান্ডারের মালিক মোঃ রাসেল আহমেদ পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে অভিযোগ করে।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রাসেল আহমেদ বলেন গতকাল ৮:৩০ মিনিটের সময় কাজের জন্য বামন পাড়া মোড়ে গেছিলাম ওখানে ৩টা মোটরসাইকেল করে ৬ জন লোক এসে আমার পাশে দাঁড়ালো আমি যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম ওমনি এলোপাতাড়ি মার শুরু করলো কিছু লোকজন এগিয়ে আসার কারণে ছুরি দিয়ে হাতে আঘাত করে চলে যায় এবং গ্রামের লোকজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

এইগুলোর জন্য দায়ী হলো কয়দিন ধরে আমার নও চাচা যে চাচা আমাকে মেরেছিল কিছুদিন আগে নও চাচা ক’দিন আগে বলছিল যে যত খরচ হয় হোক ওকে মার্ডার করতে হবে। নও চাচার দ্বিতীয় বউ মনজুরার মেয়ে সেফি সেও ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে কদিন ধরে। এর সাথে জয়নাল জড়িত থাকতে পারে জয়নালও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। আমার ভগ্নিপতি মামুন জড়িত আছে সেও ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে। কিছুদিন আগে সবার নামে মার্ডার কেস করেছি। তারপর আমার ছোট মামা সেও ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে। রাত এগারোটা বারোটার সময় বাসার পিছনে আসছে সবাই এসে ইট মারছে। রাস্তাঘাটে ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে যখন তখন ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে। কালকে সুরি পেটে মারতে গেছিল তখন হাত দিয়ে ঠেকিয়েছি পেটে না লেগে হাতে লেগেছে

আমি কি এর বিচার পাব না তারা অন্যায়ের উপর অন্যায় করছে। আমি মার্ডার কেস করেছি কালকে ছেলেরা বলছিল মার্ডার কেস তুলতে হবে এবং যত ধরনের কেস আছে সব তুলতে হবে এই বলে কালকে আমাকে মারধর করেছে এবং ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। আমাকে কি বাঁচতে দেবে না আমি প্রশাসনের কাছে সহ সকলের কাছে অনুরোধ করছি আমি যেন সুষ্ঠু বিচার পাই।

মার্ডার কেস তোলা বলছিল বলেই আমাকে মারধর করেছে তবে ৬ জনের মধ্যে আমি একজনকে একটু চিনতে পেরেছি তার বাসা যত সম্ভব বেড় পাড়ায় মুখ দেখলে আমি চিনতে পারবো তবে কার ছেলে কে আমি অত চিনি না।

দারিয়াপুর ইউপি একাদশকে ৫-০ গোলে হারিয়ে বাওট শাপলা ক্লাব দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর ৮ম দিনের খেলায় মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন একাদশকে ৫-০ গোলের বিরাট ব্যবধানে হারিয়ে গাংনী উপজেলার বাওট শাপলা ক্লাব দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ১৭ মিনিটের সময় বাওট শাপলা ক্লাবের পক্ষে ১ টি গোল করে এগিয়ে নেন। এর পর দলের পক্ষে সিয়াম ১ টি, মৃদুল ১ টি ও বায়োজিত ১ এবং সবশেষে আবারো অধিনায়ক সেলিম আরেকটি গোল করে ৫ গোলের বিরাট ব্যবধানে দারিয়াপুর ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন বাওট শাপলা ক্লাবের রাব্বী। তাকে টুর্নামেন্টের পক্ষ থেকে টি শার্ট উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া দুটি গোল করায় বাওট শাপলা ক্লাবের অধিনায়ক সেলিম রেজাকে লালন শাহ বালি ভান্ডারের পক্ষ থেকে টি শার্ট উপহার দেওয়া হয়।

ম্যান অব দি ম্যাচ রাব্বীর হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন প্রাক্তন খেলোয়াড় আনিছুর রহমান ভল্টু।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব মাহাবুব চান্দু, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য, হাসানুজ্জামান বাবু, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন মুজিবনগরের সোহেল রানা। তাকে সহযোগীতা করেন গাংনীর আব্বাছ উদ্দীন ও মাহাবুব। চতুর্থ

রেফারি হিসেবে ছিলেন টুটুল রহমান। খেলার ধারাভাষ্যে ছিলেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন। উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ১৩ জুন একই মাঠে দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম খেলায় রামদেবপুর ফ্রেণ্ডস ক্লাব বনাম ফার্স্ট ক্যাপিটাল অব বাংলাদেশ (এফসিবি) খেলা শুরু হবে।

মেহেরপুরে এজাজ হোটেল থেকে অর্ধগলিত গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার অনুমোদনহীন একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান (৫৫) নামের একজনের গলাকাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আব্দুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তি শোলমারী গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে। সে পেশায় একজন বিদ্যুৎচালিত ইজিবাইক চালক।

আজ রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় শহরের আবাসিক হোটেল “এজাজ প্লাজা’র চতুর্থ তলার ৪০২ নং কক্ষ থেকে তার গলা কাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দূর্বৃত্তরা তাকে হাত পা বেঁধে গলা কেটে হত্যা করেছে।
নিহত আব্দুর রহমানের ভাগ্নে আনোয়ার হোসেন তার লাশ সনাক্ত করেন।

নিহতের স্ত্রী রেহানা খাতুন বলেন, গত শুক্রবার রাতে ভাত খেতে বসেছিল। এসময় তাকে কে বা কারা ফোনে ডাক দেই। সে ভাত রেখে তাদের সাথে চলে আসে। তারপর থেকে নিখোঁজ রয়েছে। আমরা তাকে খুজতে বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করি। আজকে বিভিন্ন মারফতে আমরা জানতে পারি হোটেল এজাজে একটি লাশ আছে। আমরা এসেই মরদেহ দেখেছি।

কুতুবপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) গোলাম

মোর্তুজা মতু পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে বলেন, আমাদের এলাকার একজন ভাল মানুষ হিসেবে আব্দুর রহমান পরিচিত। তার বিরুদ্ধে কেউ কখনো কোনো অভিযোগ দেখাতে পারবেনা। শুক্রবার পার্শ্ববর্তি উজুলপুর গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে নাহিদ হোসেন চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার জন্য মোবাইল ফোনে ডেকে নেন আব্দুর রহমানকে। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন আব্দুর রহমান।

গলাকাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, হোটেল এজাজের ৪০২ নং কক্ষ থেকে অর্ধগলিত গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কেনো কি কারনে এই হত্যাকান্ড এখনি বলা সম্ভব নয়। তবে হোটেল এজাজ প্লাজার মালিক ঝন্টু মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাথমিকভাবে থানায় নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, হোটেল এজাজ প্লাজা আবাসিক হোটেল চালানোর জন্য বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই। এখানে একজন ম্যানেজারও নেই। পাঁচ তলা ভবনের এই অবৈধ হোটেলটিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে সিসি ক্যামেরাও নেই। হোটেল মালিক অবৈধভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ এই হোটেলটি চালিয়ে আসলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো নজরদারি রাখা হয়নি।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, হোটেল বাজার এলাকায় একটি অটো চালকের গ্রুপ তৈরী হয়েছে। তারা অটো চালানোর আড়ালে হেরোইন বিক্রি করে আসছে। শুধু হোটেল বাজার এলাকায় নয়, ডিসি কোর্টের সামনে তাদের অবস্থান। মুজিবনগর রাস্তায় অটো চালিয়ে থাকেন। দুই তিন দিন তাদের দেখা যাচ্ছে না বলে জানান তিনি।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সিআইডি পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেন।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে
আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলায় ২ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেপতার করেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (১১ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে ১০ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার আসামি জালাল আহম্মেদকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত জালাল আহম্মেদ সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে।

শনিবার দিবাগত মধ্য রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন পুলিশ।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৩৪/১৯ নং মামলায় আদালত তাকে ১০ মাসের সাজা দিয়েছেন। তারপর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। গ্রেফতারকৃত জালাল আহম্মেদকে আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে

মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক কারবারী গ্রেফতার

৫ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে মেহেরপুরের বারাদী ক্যাম্পের একদল পুলিশ।

আটকরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালা গ্রামের ইহান নবীর ছেলে ইজহারুল ইসলাম (৩৮) ও একই গ্রামের হান্নান খানের ছেলে বকুল হোসেন (৪৮)।

আজ রবিবার (১১ জুন) বেলা ১২ টার দিকে বারাদী বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দিয়ে আটককৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আইনশৃংখলা বিষয়ক মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলার মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

মাসিক আইনশৃংখলা বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহা: আব্দুস সালাম, সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি’র অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ জাহিদুর রহমান পিএসসি, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল আলম সরকার, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য।

বৃহৎ গুদাম নির্মাণ হলে অন্যের প্রতি নির্ভরতা কমবে

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৪ হাজার মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পিএফজি সার গুদামের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সার গুদামের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা বিএডিসি’র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) এনডিসি আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) মো: আব্দুস সামাদ, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মো. মোস্তাফিজুর রহামান, সচিব মো: আশরাফুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক (সার ব্যববস্থাপনা) মজিবর রহমান সবুজ, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর বিএডিসি’র উপপরিচালক শঙ্কর কুমার মজুমদার, কেএম মনিরুজ্জামান, মিনহাজ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী সহ অন্যান্য

অতিথিবৃন্দ ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, মেহেরপুর ধান, গম, ভুট্টা, পাট সহ হরেক রকম সব্জি উৎপাদনে প্রসিদ্ধ একটি জেলা। এই জেলার ৪ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই বৃহৎ সার গুদামটি নির্মিত হলে আমাদের কৃষকদের আর অন্য জেলার উপর নির্ভর করতে হবেনা। বরং নিজ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলার চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। তিনি বলেন— কৃষক ফসলের নায্য মূল্য পাচ্ছে, উৎপাদন বেড়েছে, পণ্য বাজারজাতকরণে হয়রানি কমেছে তাই কৃষক ফসল চাষ করে এখন লাভবান হচ্ছেন। কৃষক ভালো আছেন। বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে বহুমুখী পরিকল্পনা ও প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেছে।